আল্লাহর তা'য়ালার তাকওয়া/ভীতি অবলম্বন করা, এবং বেশি বেশি দু'আ করা। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন: আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো। (ইউসুফ:৩৩)	বান্দা যখন আল্লাহর জন্য খারাপ কাজ ত্যাগ করে তখন আল্লাহ তার জন্য কি প্রতিদান দেন সেটা সবসময় স্বরণ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:(যদি তুমি আল্লাহর জন্য কোন কাজ ছেড়ে দাও তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তার থেকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। (আহমাদ)	মুখ ও লজ্জাস্থানের প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় কথা ত্যাগ করা, মজলিসকে নির্লজ্জ কথা ও কাজ থেকে পবিত্র রাখা।	সক্ষম হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত বিবাহ করা, আর যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে রোজা রাখা। (কেননা তা যৌন ক্ষমতা দমন করে।) বুখারী ও মুসলিম।	স্বল্প পরিমানে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা। কেননা এর দ্বারা যৌন চাহিদা কমে যায়।	দৃষ্টি অবনত রাখা, মহিলাদের সমাগম ঘটে এমন স্থান থেকে দূরে থাকা। যেমন: বাজার, এবং কোন মহিলার সাথে একাকী না থাকা।	মহিলাদের কে পর্দার নির্দেশ দেয়া, তাদের সাথে নরম স্বরে কথা না বলা, তাদের সাথে একাকী না হওয়া, মুসাফাহা না করা, তাদের সাথে একত্রে কাজ না করা।
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা একজর মুসলিমকে যেনা, সমকামিতা এবং অনৈতিক কর্মকান্ড থেকে ইসলামিক পদ্ধতিতে দূরে রাখতে সহযোগীতা করে:						
(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
সুরা ইউসুফ ও ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের ঘটনা পড়া, সেটা নিয়ে চিন্তা করা, অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনা পড়া, সালাফদের জীবনী পড়া।	সৎ ব্যক্তিদের সাথে থাকা যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে। অসৎ ব্যক্তিদের থেকে দুরে থাকা যারা খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করে।	এই কায়েদা মনে রাখা: (তুমি যেমন আচরন করবে তোমার সাথেও তেমনি করা হবে।) কেননা যেনা একটি আচরন বা কাজ, অবশ্যই এর প্রতিদান দেয়া হবে।	নিজেকে উপকারী কাজে ব্যাস্ত রাখা, অবসর না থাকা, কেননা অবসর হচ্ছে মৃত্যু, কেননা এতে তার মন খারাপ কাজ ও শয়তান দ্বারা প্রভাবিত হয়।	ঐসমস্ত মাধ্যম থেকে বিরত থাকা যেগুলো যৌন আকাঙ্খা বৃদ্ধি করে, ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, যেমন: নতুন নতুন ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম , ওয়েবসাইট, সফটওয়ার ইত্যাদি।	মোবাইল-কম্পিউটার সকলের চোখের সামনে রাখা। কেননা একাকীত্বে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়।	খারাপ কে খারাপ হিসেবেই গন্য করা, যদিও তা সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্তর দ্বারা হোক না কেন। কেননা এর দ্বারা অন্তর পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং কল্যানের দিকে ধাবিত হয়।